বাওয়ালি ও মৌয়ালি

সুন্দরবনে

রাখাইন, মগ

- পটুয়াখালী,
- বরগুনা,
- কক্সবাজার

উপজাতিদের গ্রাম এবং গ্রাম প্রধান

উপজাতি	গ্রাম	গ্রাম প্রধান
চাকমা	আদাম	কারবারি
মারমা	রোয়াজ	রোয়াজা
ত্রিপুরা	পাড়া	পাড়াপ্রধান
তঞ্চঙ্গ্যা	রয়া	কারবারি
খাসিয়া	পুঞ্জি	-
সাঁওতাল	-	মাঝি (মাঞ্চঝি)

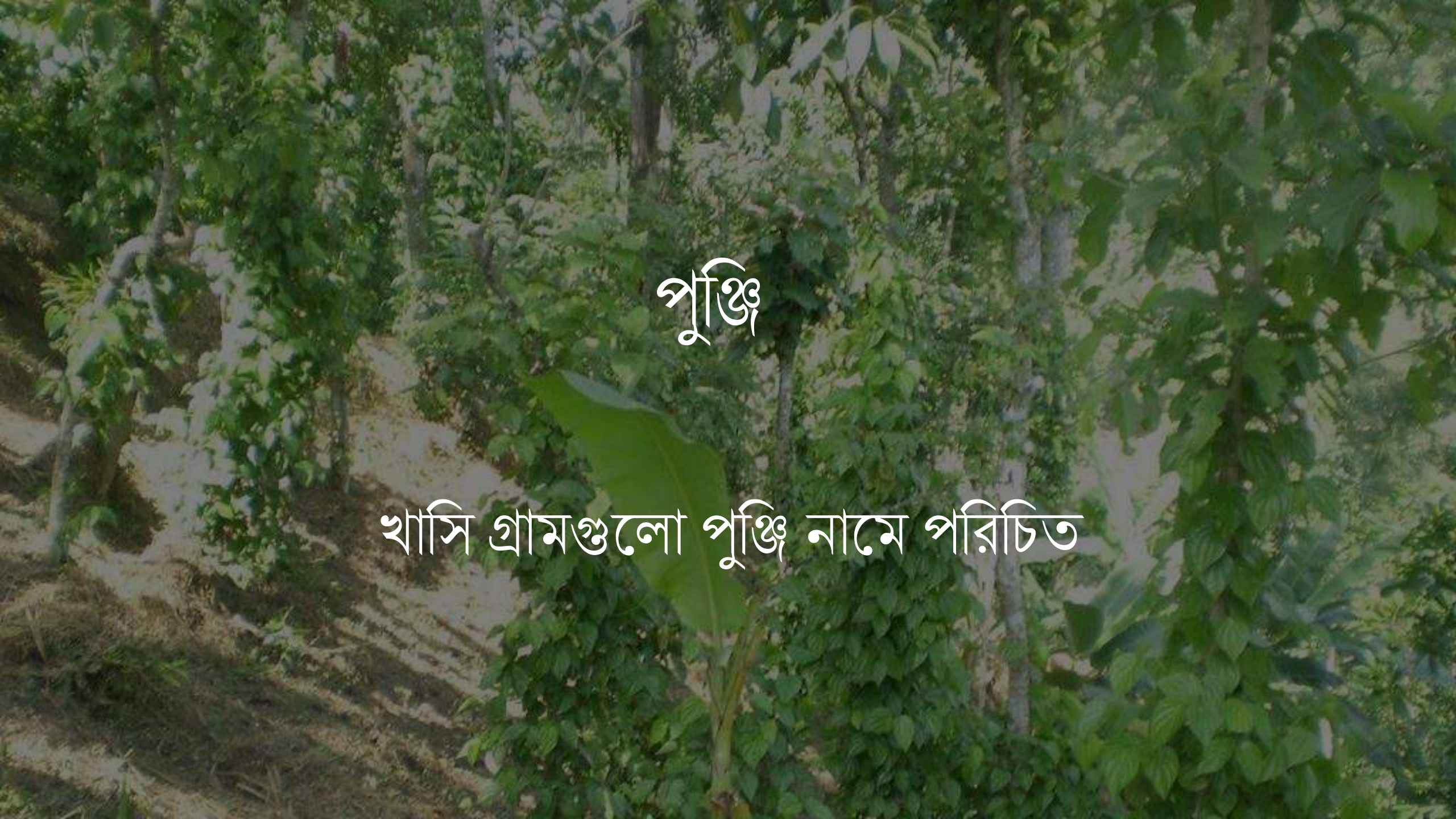
পুঞ্জি
খাসি গ্রামগুলো পুঞ্জি নামে পরিচিত

চাকমা সমাজ

- কয়েকটি চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় আদাম বা পাড়া।
- পিতৃতান্ত্রিক

উপজাতীয়

ভাষা, বর্ণমালা ও সাহিত্য

চাকমা/চাঙমা ভাষা

ইন্দো-আর্য পরিবারভুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম

- চাকমা ভাষা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কোন ভাষাকে যুক্ত করে

ফেসবুক?

চাকমা ভাষা

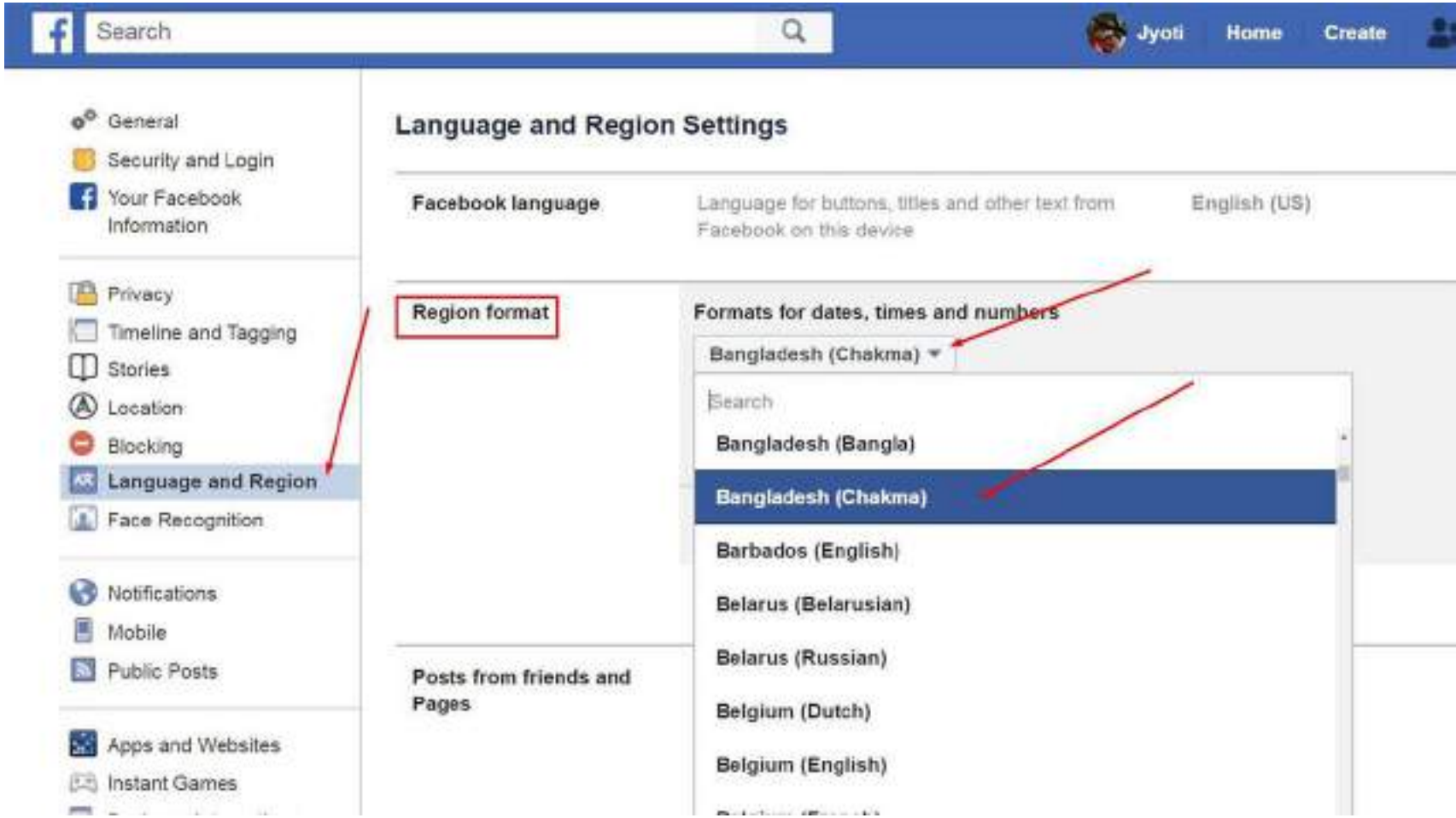

সাঁওতালী:

সাঁওতাল ভাষা আছে। নিজস্ব বর্ণমালা নেই।

দ্বি-ভাষী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী:

সাঁওতাল

মণিপুরী ভাষা:

বিষ্ণুপ্রিয়া/মৈতৈ

মণিপুরী লিপি:

অহমিয়া

গারোদের ভাষা

কু’সিক=ভাষা

আচিক/মান্দি

খাসিদের ভাষা

মনখেমে

ত্রিপুরাদের ভাষা

ককবরক

ওরাঁও ভাষা

- কুড়ুখ, সাদ্রি/সারদি

মগদের ধর্মীয় ভাষা

পালি

মাহাতোদের ভাষার

নাম

- কুড়মালি

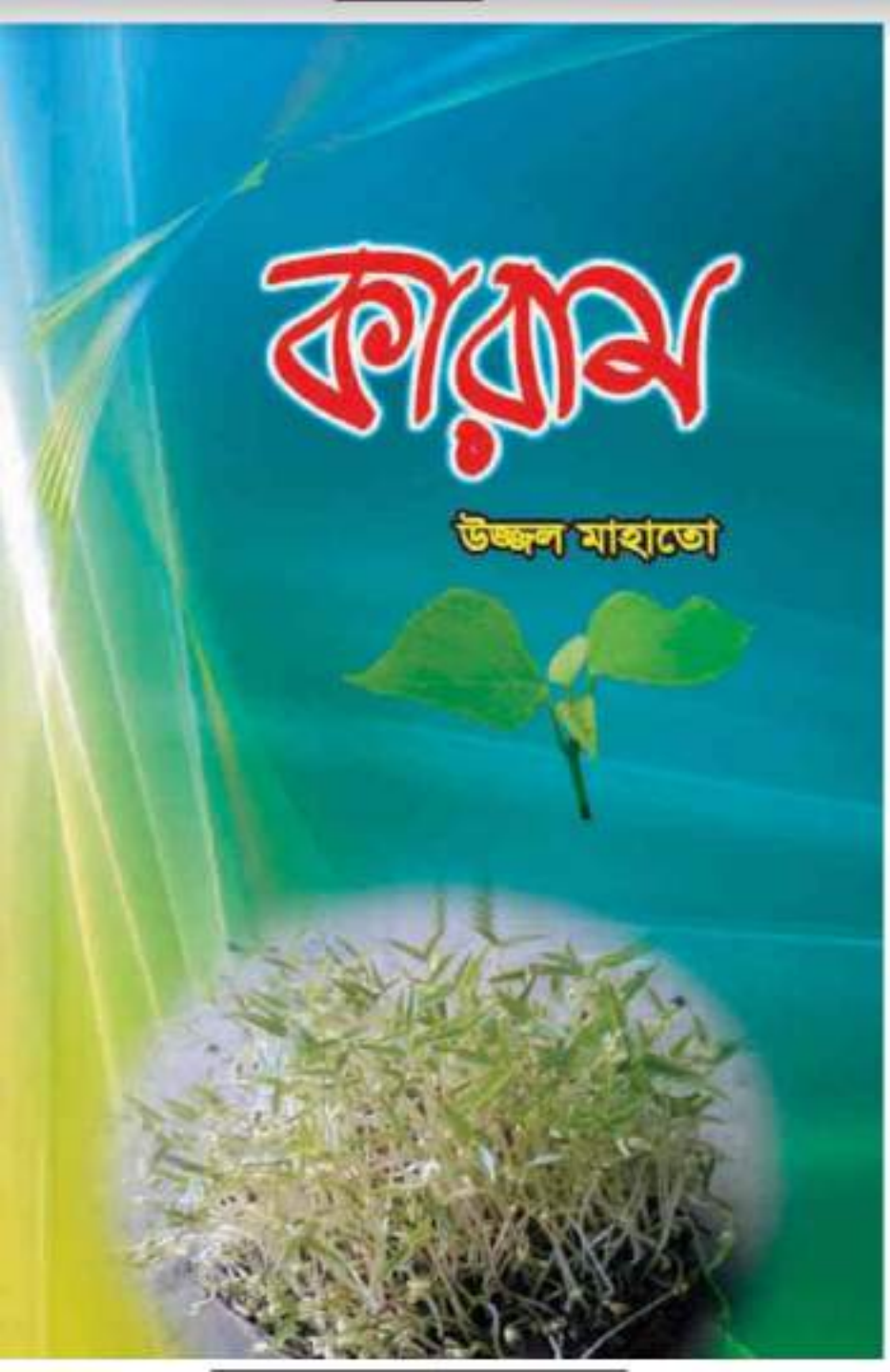

কুড়মালি ভাষায় প্রথম উপন্যাস:

- কারাম
- লেখক: উজ্জ্বল মাহাতো

সামারি

- গারো: মান্দি/আচিক/কুসিক (গামা)
- ওরাও: সারদি/সাদ্রি
- ত্রিপুরা: ককবরক
- খাসিয়া: মনখেমে (খাম)
- মনিপুরি: বিষ্ণুপ্রিয়া
- মগ: পালি (পাম)

ফেবো: চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস (১৯ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে প্রকাশিত)

মর থেংগারি: চাকমা ভাষায় প্রথম চলচ্চিত্র

মর থেংগারি মুভির ডিরেক্টর অং রাখাইন

ইউনেস্কো কোন ভাষাকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে?

স্রো. ভাষাকে

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বই প্রকাশিত: ৫ টি ভাষায়

- চাকমা
- মারমা
- ত্রিপুরা
- গারো
- সাদ্রি

উপজাতিদের ধর্ম

ধর্মভিত্তিক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর হার

- বৌদ্ধ: ৪৫.৩৬%
- হিন্দু: ২৭.৭৩%
- খ্রিস্টান: ১৩.৩২%
- মুসলিম: ২.৬৪%

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

(৪৫.৩৬%)

- চাকমা
- মারমা
- রাখাইন
- খিয়াং
- খুমি
- তঞ্চঙ্গ্যা
- ম্রো

সনাতন (হাপাত্রিসা)

- হাজং
- ত্রিপুরা
- সাঁওতাল
- পাংখোয়া
- নুনিয়া
- মাহাতো
- কোচ

বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী

উপজাতি: ডালু ও

মণিপুরী।

প্রকৃতি পূজারি

উপজাতি:

মুণ্ডা ও রাজবংশী।

মুসলমান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

পাঙন,

লাউয়া

ওঁরাও: জড় উপাসক

খ্রিস্টান (খাগা)

- খাসিয়া
- গারো
- বম
- লুসাই
- মাহালী

গারোদের আদি

ধর্ম

সাংসারেক

মুরং (ম্রো) দের ধর্ম

তোরাই ধর্ম

ধর্ম

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	ধর্ম
মারমা	**বৌদ্ধ**
চাকমা	**বৌদ্ধ**
ত্রিপুরা/টিপরা	**সনাতন**
খাসিয়া	**খ্রিস্টান**
পাঙন/লাউয়া	**ইসলাম**
গারো	**সাংসারেক/খ্রিস্টান**
সাঁওতাল	**সনাতন**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	ধর্ম
ওঁরাও	**জড় উপাসক**
কোচ/মাহাতো/নুনিয়া	**সনাতন**
হাজং	**সনাতন**
মনিপুরী	**বৈষ্ণব**
রাখাইন	**বৌদ্ধ**
ম্রো	তোরাই ধর্ম/বৌদ্ধ
সাঁওতাল	**সনাতন**

প্রধান দেবতা

খাসিয়াদের প্রধান দেবতা: উল্লাই নাংথউ

ওঁরাও দের প্রধান দেবতা: ধরমী বা ধরমেশ

গারোদের দেবতা: তাতারা রাবুগা

অন্যান্য অনেক মিথের মতোই গারো মিথেও সৃষ্টির গোড়ায় রয়েছে অন্ধকার আর অতল পানি; Image Source: Aivazovsky

যা-ই হোক, প্রধান দেবতা তাতারা-রাবুগা প্রথম পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে মনস্থির করলেন। তার ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য মনোনীত করা হলো সহকারী দেবতা নন্তু-নপান্তুকে। বস্তুত এ কাজের জন্য তিনিই ছিলেন সকল দিক দিয়ে যোগ্যতম। নন্তু-নপান্তু একজন স্ত্রীলোকের বেশে শুরু করলেন পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া। সঙ্গ ও সহযোগিতা দিল সহকর্মী 'মাচি'।

তাতারা রাবুগার আদেশে নন্তু- নপান্তুই সৃষ্টির কাজ শুরু করেন; Image Source: artstation.com

সালজং: গারোদের উর্বরতার দেবতার নাম

সাঁওতালদের প্রধান দেবতা: সিং বোঙ্গা বা সূর্যদেব

মুরং(ম্রো) দের দেবতার নাম:

রো/ওরেং

উপজাতি উৎসব

উপজাতীয় বর্ষবরণ

উৎসব

বৈসাবি

বৈসুক ,সাংগ্রাই ও বিজুর আদ্যক্ষর/সংক্ষিপ্ত রূপ বৈসাবি।

বৈসুক ত্রিপুরাদের

উৎসব

সাংগ্রাই

মারমাদের উৎসব

বিজু চাকমাদের

উৎসব

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

চাকমাদের উৎসব

বিষু: তঞ্চংগ্যাদের

উৎসব

বিহু:

অহমিয়াদের

উৎসব

ফাগুয়া: ওঁরাও দের উৎসব

মায়া পিদান ছানি:

কোচদের উৎসব

ওয়ানগালা:

গারোদের উৎসব

হেনেই: খিয়াংদের

উৎসব

করম: বৃক্ষকে ভালোবাসার উৎসব (মুন্ডা)

জলকেলি: রাখাইন দের উৎসব

সোহরাই: সাঁওতাল উৎসব

ছিয়াছত: মুরংদের (ম্রো) উৎসব

পহেলা বৈশাখকে চাকমারা বলে

গর্য্যাপর্য্যা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ উৎসব

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	উৎসব
মারমা	**সাংগ্রাই**
চাকমা	**বিঝু, ফাল্গুনী পূর্ণিমা**
ত্রিপুরা/টিপরা	**বৈসুক**
তঞ্চঙ্গ্যা	**বিষু**
অহমিয়া	**বিহু**
গারো	**ওয়ানগালা**
সাঁওতাল	**সোহরাই**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	উৎসব
ওঁরাও	**ফাগুয়া**
কোচ	**মায়া পিদান ছানি**
খিয়াং	**হেনেই**
মুন্ডা	**করম**
রাখাইন	**জলকেলি**
ম্রো	ছিয়াছত
সাঁওতাল	**সোহরাই**

পোষাক

চাকমা নারীদের

পোষাক:

পিনন ও হাদি

(থামি)

চাকমা পুরুষদের পোষাক: ধুতি ও সিলুম (জামা)

মুরংদের পোষাক

ওয়াংলাই

খাসি পুরুষরা পকেট ছাড়া যে

শার্ট ও লুঙ্গি পরে তার নাম

ফুংগ মারুং

নাপ্পী

- ভাত, শুটকি মাছ, বিভিন্ন মাংস দিয়ে মুরংদের তৈরি সুস্বাদু খাবার

“কিম”

মুরংদের বাড়ির নাম

উপজাতিদের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে উপজাতীয় (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে

- ৮টি

মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি

- কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি

- বিরিশিরি, নেত্রকোনা

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

"এবি কেরা ভাই"

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর
  - ❑ কালচারাল একাডেমি – বিরিশিরি, নেত্রকোনা
  - ❑ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র - রাঙামাটি
  - ❑ সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট - বান্দরবানে

রাখাইন কালচারাল ইনস্টিটিউট

রামু, কক্সবাজার

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

সাক্ষর: ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

- স্বাক্ষর: ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
- স্বাক্ষরকারী: সরকারের পক্ষে সাবেক চিফ হুইফ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও পাহাড়ি জনগণের পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)
- চুক্তির খণ্ড: ৪টি
- মোট ধারা: ৭২ টি
- বাস্তবায়িত হয়েছে: ৪৮টি
- ধারাচুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গঠন, বেসামরিকীকরণ ও ভূমি সমস্যার সমাধান

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

- ২৭ মে ১৯৯৮

- চেয়ারম্যান: **জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (প্রতিমন্ত্রীর সমমান)**

চাকমা বা কার্পাস বিদ্রোহ

১৭৭৬-১৭৮৭

সাঁওতাল বিদ্রোহ

- ১৮৫৫ সাল

সাঁওতাল বিদ্রোহ

- সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সান্তাল হুল সংঘটিত হয় ১৮৫৫-৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুর জেলায়। ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়ে সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে।
- আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়: সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈব

সিধু মুরমু

- সাঁওতাল বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। সিধু মাঝি নামেও পরিচিত।

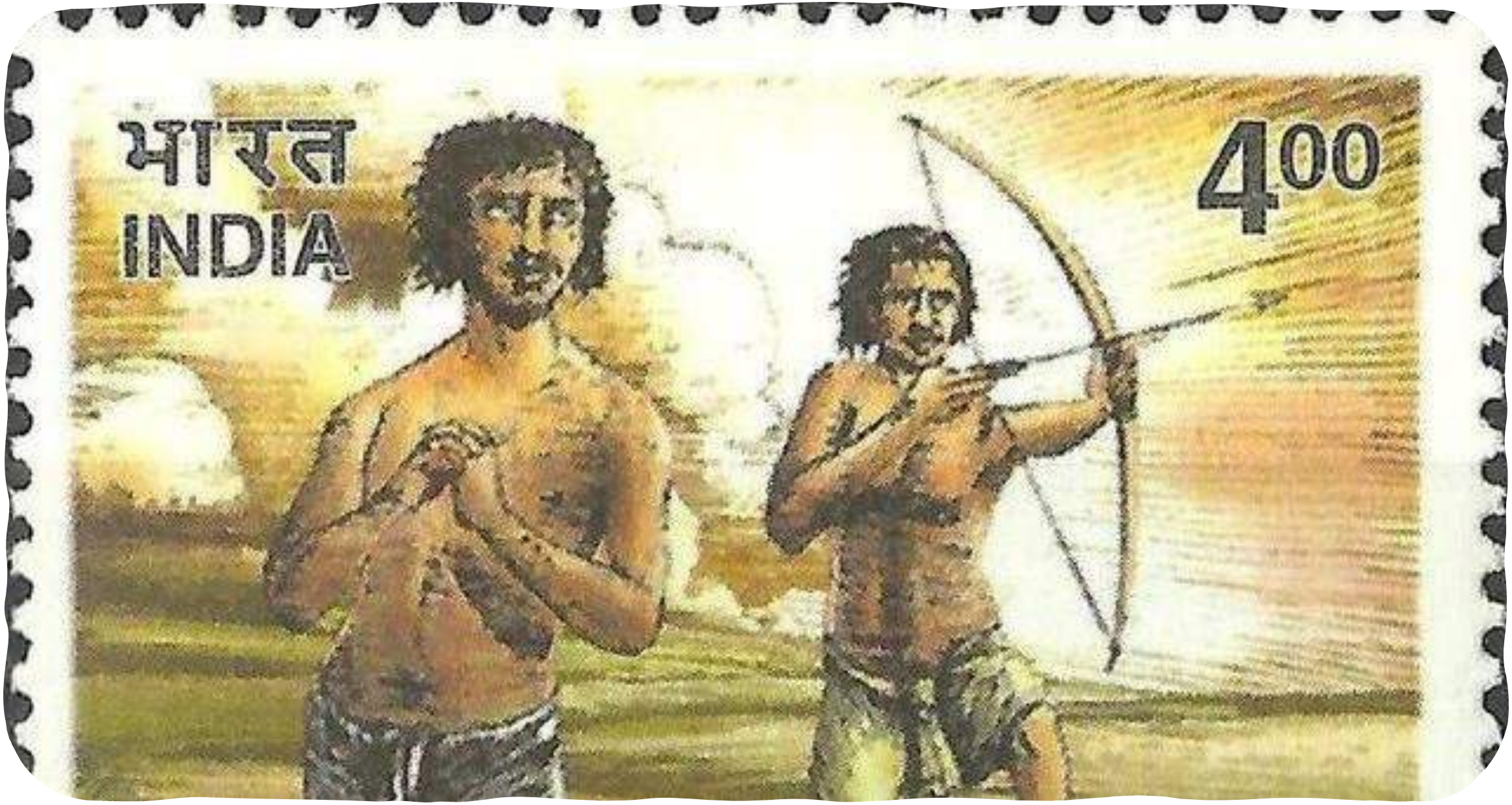
भारत
INDIA
4.00

কলেয়ান মুরমু:

সাঁওতালদের গুরু ও

সাঁওতাল বিদ্রোহের

ইতিহাসের লিপিকার

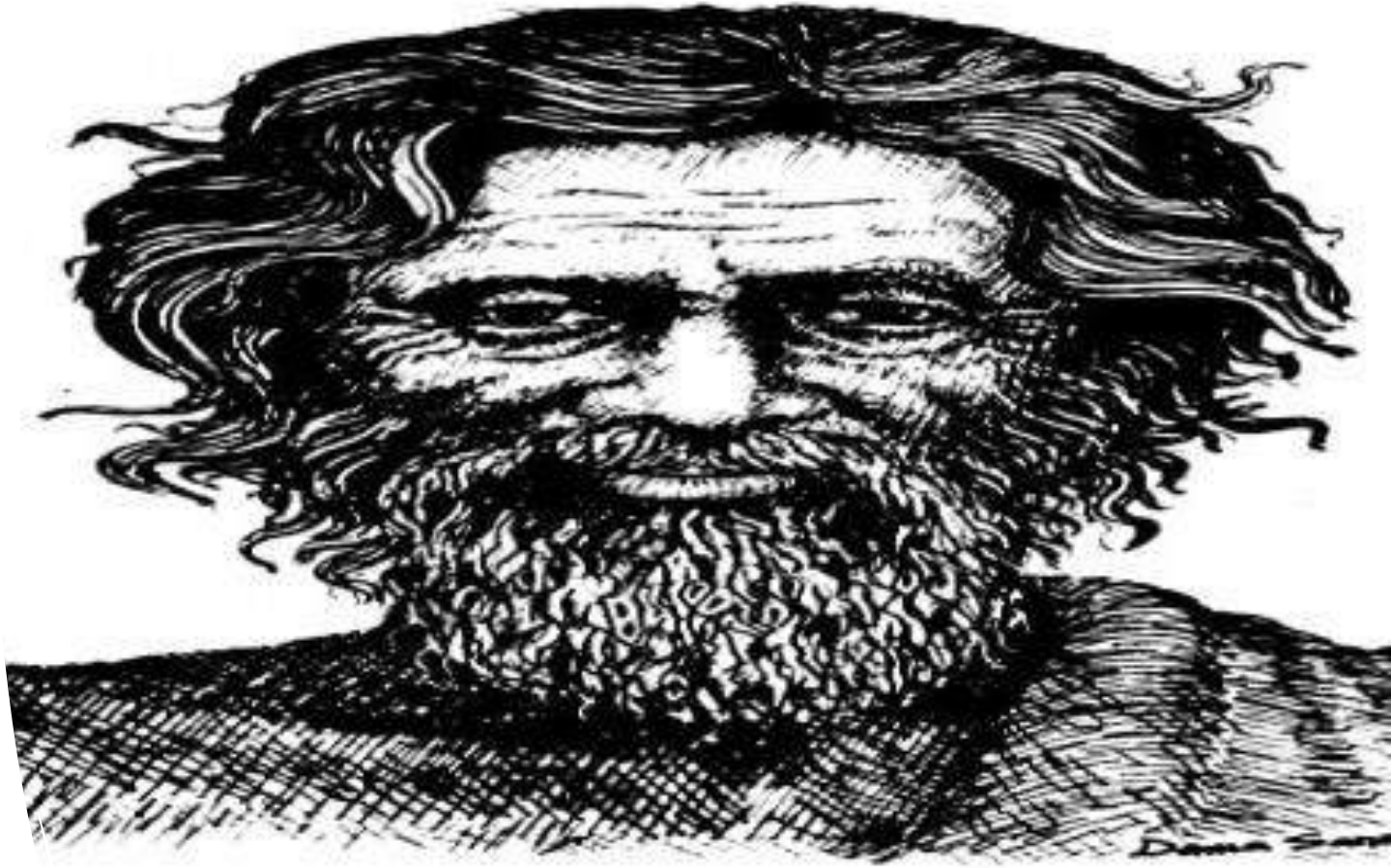

বৃহত্তর ময়মনসিংহ এর বিভিন্ন স্থানে টঙ্ক প্রথা চলে আসছিলো। টঙ্ক বলতে খাজনা বুঝানো হতো। কৃষকদেরকে উৎপাদিত শস্যের উপর এই টঙ্ক দিতে হতো। কিন্তু এর পরিমাণ ছিলো প্রচলিত খাজনার কয়েক গুনেরও বেশি।

টংক আন্দোলন করে

হাজংরা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (JSS)

- পরিচয়: পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংগঠন
- গঠিত হয়: ১৯৭৩ সালে
- প্রতিষ্ঠাতা: মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
- বর্তমান সভাপতি: সন্তু লারমা
- সশস্ত্র শাখা: শান্তি বাহিনী (১৯৭৩)।
- শান্তি বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা: মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
- শান্তিবাহিনীর দাবি: পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন

UPDF

- পরিচয়: পার্বত্য চট্টগ্রামভিত্তিক একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল
- পূর্ণরূপ: United People's Democratic Front
- গঠিত হয়: ১৯৯৮ সালে
- দাবি: গণতান্ত্রিক ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা (চাকমা)

- জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

- জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজপ্রথা

সার্কেল	সার্কেল চীফ/রাজা
রাঙামাটিতে চাকমা সার্কেল	ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়
বান্দরবানে বোমাং সার্কেল	উ চ প্রু
খাগড়াছড়িতে মং সার্কেল	সাচিং প্রু চৌধুরী

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজপ্রথা

- প্রতি মৌজার প্রধান থাকেন ১ জন: **হেডম্যান**
- প্রত্যেক পাড়ায় রাজার প্রতিনিধি ১ জন: **কারবারি**

সন্তানের পরিচয়ে বাবা মায়ের নামের ব্যবহার

- সন্তানের পরিচয়ে মায়ের নাম লেখার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (১৯৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসে)।
- কার্যকর হয়: ২৭ আগস্ট, ২০০০।
- সার্টিফিকেটে মায়ের নাম লেখা চালু হয়: **২৪ আগস্ট, ২০০৪।**

বয়স্ক ভাতা (প্রদান করে: সমাজসেবা অধিদফতর)

- দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ও পরিবার ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে 'বয়স্কভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে চালু হয়। প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাসহ ১০ জন দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়| ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিমাসে ৬০০৳ হারে ভাতা দেয়া হয়|

সর্বজনীন পেনশনের উদ্বোধন আজ

বেঁচে থাকলে
পেনশন মিলবে আজীবন

মারা গেলে
নমিনি বা
উত্তরাধিকারী পাবেন
সর্বোচ্চ ১৫ বছর

নিবন্ধন
করা যাবে ঘরে বসে

চাঁদা দেওয়া যাবে
ব্যাংক, বিকাশ কিংবা নগদে

www.upension.gov.bd

জেনে নিন নিয়ম

পেনশন কর্মসূচিতে
যুক্ত হতে পারবেন
১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী যে কেউ

চাঁদা বন্ধ হবে
৬০ বছর বয়সে

নিয়মিত চাঁদা দিতে হবে
অন্তত ১০ বছর

আগে মারা গেলে
নমিনি পাবেন
এককালীন সুবিধা

জমা টাকার ৫০%
ঋণ মিলবে

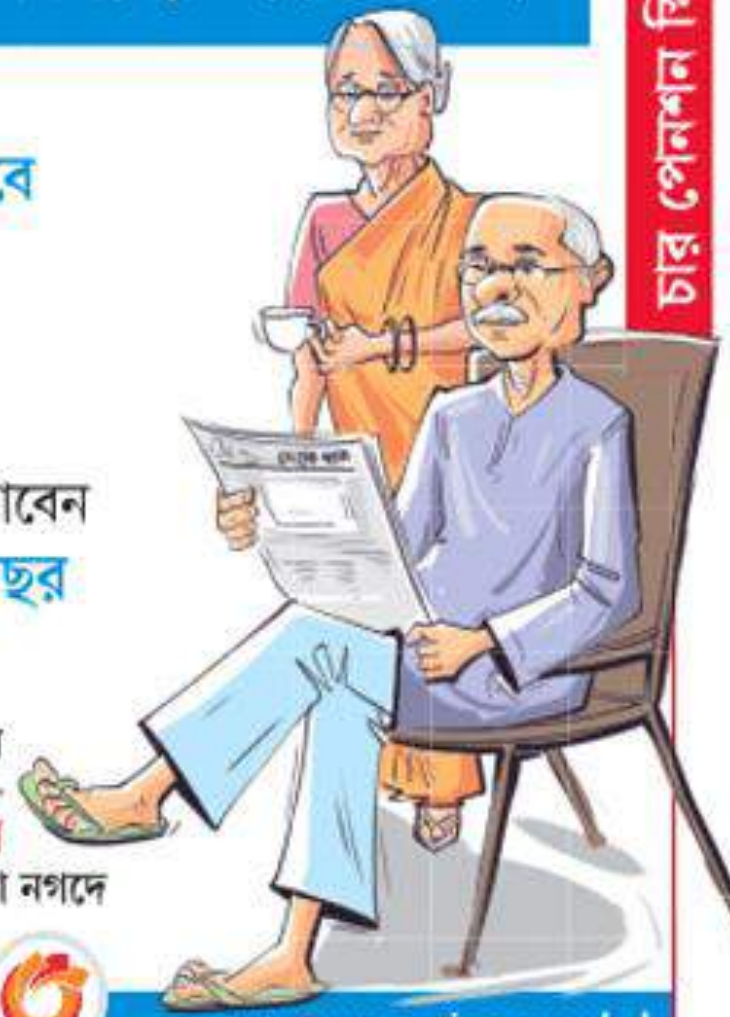

মাসিক পেনশন শুরু হবে
বয়স ৬০ হলে

চার পেনশন স্কিম

প্রবাস
(প্রবাসী)
ন্যূনতম মাসিক চাঁদা
৫,০০০

প্রগতি
(বেসরকারি চাকরিজীবী)
ন্যূনতম মাসিক চাঁদা
২,০০০

সুরক্ষা
(স্বকর্মে নিয়োজিত)
ন্যূনতম মাসিক চাঁদা
১,০০০

সমতা
(অতিদরিদ্র)
ন্যূনতম মাসিক চাঁদা
১,০০০
অর্ধেক দেবে সরকার

সর্বজনীন পেনশন স্কিম

- চালু: ১৭ আগস্ট, ২০২৩
- পেনশনের আওতায় আসতে পারবে: ১৮-৫০ বছর বয়সীগণ
- পেনশন পাওয়া শুরু: ৬০ বছর থেকে আজীবন
- কর্মসূচি ভেদে চাঁদা দেওয়ার সুযোগ আছে: ১০০০-১০,০০০ টাকায়।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

যাত্রা শুরু: ৪ কর্মসূচি নিয়ে।

- ১. প্রবাস
- ২. সমতা
- ৩. সুরক্ষা
- ৪. প্রগতি

বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন

ক্রম	কমিশনের নাম ও সাল	তথ্য
১ম	কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন-১৯৭২	রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯৭৪ কুদরত-ই-খুদা কমিশন এর রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষার স্তর ৩ টি। • প্রাথমিক: ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত • মাধ্যমিক: ৯ম-১২শ • উচ্চ শিক্ষা: স্নাতক+ (৪ বছর)
২য়	মফিজ উদ্দিন কমিশন	
৩য়	সামসুল হক শিক্ষা কমিশন	
৪র্থ	ড. এম এ বারী শিক্ষা কমিশন	
৫ম	মনিরুজ্জামান কমিশন	

কবির চৌধুরী কমিটি (৩য়): ২০০৯

- শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান- কবীর চৌধুরী
- উদ্দেশ্য: ১৯৭৪ সালের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং ১৯৯৭ সালের শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। এই কমিটির সুপারিশেই ২০১০ সালের শিক্ষানীতি প্রণীত হয়।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে বাংলাদেশের শিক্ষাস্তর:
    - প্রাথমিক শিক্ষার স্তর: ৮ বছর (প্রথম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি)
    - মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর: ৪ বছর (৯ম শ্রেণি থেকে ১২শ শ্রেণি)
    - উচ্চতর শিক্ষার স্তর: স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডি

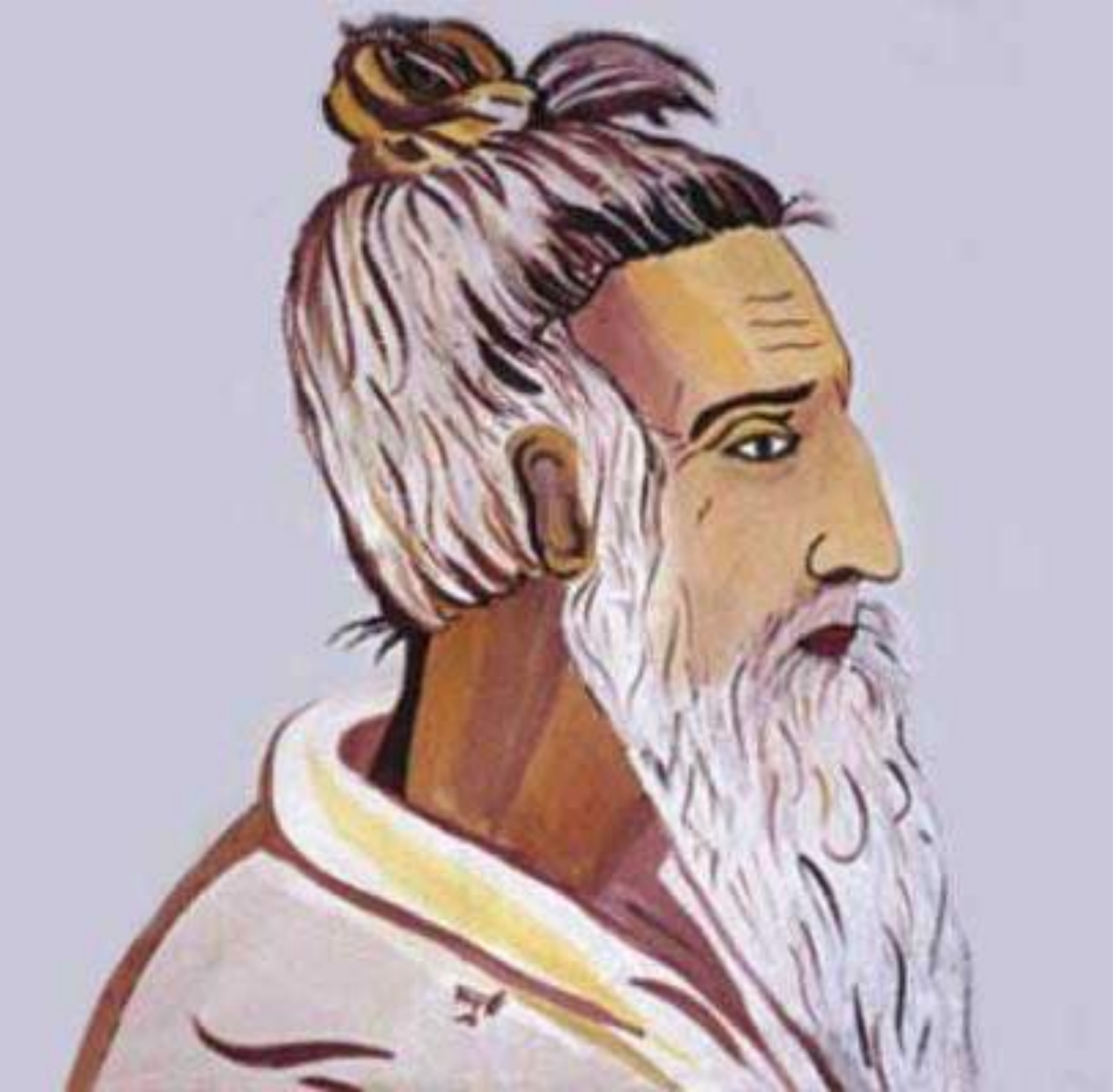

দ্বিদলে মৃণালে

সোনার মানুষ উজলে।

মানুষ গুরুর কৃপা হলে

জানতে পাবি।।

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।